দৈনিক বাংলা

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

14 JUL 1988

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা : কিছু ভাবনা

অধ্যাপক আবদুল্লাহ ফারুক

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তৃতীয় বিষয় সরকারের জনপ্রিয়তার প্রসঙ্গ। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথটাই এমন যে অনেক কাজ, যার ফলে সমাজ এবং দেশের ভবিষ্যৎ কল্যাণ হয়, তা আপাতত কষ্টকর। যেমন, সঞ্চয় বাড়ানো, টিকা দেওয়া, অধিক কাজ করা ইত্যাদি। কিন্তু তবুও মানুষ তা করে ছেলেমেয়েদের জন্য সময় এবং অর্থ ব্যয় করে, কারণ যারা বুদ্ধিমান, তারা নিজের ভাল বুঝতে পারে। এখন সরকার যদি ছোটদের স্কুলে পাঠানো বাধ্যতামূলক করে, তবে প্রথমে কেউ কেউ যে তাতে আনন্দিত হবে না, এমন নয়। কিন্তু বুদ্ধিমান এবং রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন অপর মানুষেরা তাদের সমর্থন দেবে না। অবশ্য শুধু একটা সরকারী আদেশ হিসাবেই এই আইন পাস করান হবে না, তার আগে এ বিষয়ে সমাজকর্মী, যোগাযোগ-মাধ্যম, ইত্যাদির মাধ্যমে এই কাজটা যে ভাল কাজ এ বিষয়ে একটা ব্যাপক জনমত সৃষ্টির আন্দোলন করতে হবে। যাঁরা দেশপ্রেমিক, তাঁরা যে রাজনৈতিক দলমত নির্বিশেষে এই আন্দোলনে এগিয়ে আসবেন, তাতে সন্দেহ নাই। যেমন সবাই এসেছিল মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তেমনি এই নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে যুদ্ধের সকল বুদ্ধিজীবীর সমর্থন আসবে। কারণ, এতে দেশের বহুবিধ কল্যাণ আসবে, উন্নতির দ্বার খুলে যাবে। তাই এই আন্দোলনের কোন শত্রু প্রকাশ্যে মাঠে নামবে না। তবে হ্যাঁ, যাদের স্বার্থ এই আইনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তারা এতে বাধা দেবে। ইংরেজ আমলে এই স্বার্থ ইংরেজের ছিল, তাই ব্রিটিশ ভারতে শুধু ত্রিবাঙ্কুরের মত দেশীয় রাজ্যগুলিতেই প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ছিল। এখন এই দেশে যদি কেউ সস্তায় চাকর চায়, শ্রমিককে শোষণ করতে চায়, মানুষকে অন্ধ বিশ্বাসের অন্ধকারে রেখে তাকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতে চায়, তবে তারা অবশ্যই বাধ্যতামূলক করার আইনের বিরুদ্ধে থাকবে, গরীবের বন্ধু সেজে কুমিরের কান্না শুরু করবে। কিন্তু যা জাতির জন্য ভাল, তা নির্ভয়ে করাই জনকল্যাণকামী সরকারের কর্তব্য। এতে সরকারের জনপ্রিয়তায় প্রকৃত ক্ষতির আশঙ্কা নেই। শুরুতে শাস্তির চেয়ে শাসনটাই বড় হবে, যুক্তিটাই বড় হবে। প্রথম কিছুদিন অনেকেই এই আইন হয়ত ফাঁকি দেবে, যেমন সরকারের অনেক আইনই এখন কারও কারও দ্বারা লঙ্ঘিত হচ্ছে। প্রথম শ্রেণীতে ইংরেজী শিক্ষা বাধ্যতামূলক না করাতেই কাজটা সহজ হবে। অবশ্য যারা ইচ্ছা করবে, তারা ইংরেজী, আরবী ইত্যাদি নিজেদের ছেলেমেয়েদের শিখালে তাতে বাধা দেয়া উচিত হবে না। বড় উদ্দেশ্যের কারণে ছোট খাটো বিষয়ে সরকারকে সুবিবেচনার পরিচয় দিতে হবে এবং প্রথম পাঁচ বৎসর প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক আইন চালু হবার পর গোটা বিষয়টাই আবার পর্যালোচনা করে দেখা যাবে, তখন আবার ঐ আইনের সংশোধনও করা যেতে পারে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটা এই যে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা একটা চ্যালেঞ্জ, যা চল্লিশ বছরে কোন সরকারই গ্রহণ করতে সাহসী হয়নি। কিন্তু শুধু আইন হিসাবে না নিয়ে এটাকে একটা আন্দোলন হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। একদিনেই এই কাজ শেষ হবে না, অভিজ্ঞতার আলোকেই কর্মকান্ডকে প্রয়োজনে পরিবর্তিত করতে হবে। আগেই বলেছি, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইনের সমর্থন যোগাবে একটি দীর্ঘমেয়াদী সার্বিক আন্দোলন, যার মাধ্যমে আইনের মহান উদ্দেশ্য এবং এর উপকারিতার বিষয়ে জনমত গঠন করা হবে। এই প্রসংগে একটি চীনা উপকথা মনে পড়ল। একদা হান নদীর উত্তরে তাই হাং এবং ওয়াংউ নামে কয়েক হাজার ফুট উঁচু আর সাত শতাধিক বিস্তৃত দুই পাহাড় ছিল। পাহাড় দুটোর পিছনে নব্বই বছরের এক বৃদ্ধ বাস করত। তাকে লোকে 'বোকা' বলে ডাকত। খুব কষ্ট করে ঐ বিশাল পাহাড় দুটির পাশ দিয়ে ঘুরে তাকে নদীর ধারে শহরে যেতে হত। একদিন বৃদ্ধ তার পরিবারবর্গকে ডেকে সমস্যাটির আলোচনায় বসল। "দক্ষিণের নদীর ধারে যাবার পথ কমানোর জন্য এসো আমরা এই পাহাড় কেটে সমতল করে ফেলি।" পরিবারের অন্যরা প্রস্তাব সমর্থন করল, কিন্তু বৃদ্ধের স্ত্রী এই ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করে বলল, "একটা ছোট টিলা সরানোও তোমাদের ক্ষমতায় কুলাবে না, ঐ দুই বিশাল পাহাড় তোমরা কি করে সরাবে? তাছাড়া অত মাটি তোমরা ফেলবে কোথায়?" মাটি আমরা নদীর শেষে যে সমুদ্র রয়েছে, সেখানেই ফেলব।" বৃদ্ধের উত্তর। আর অপেক্ষা না করে সে তার ছেলে এবং নাতীকে সংগে করে কোদাল হাতে কাজ শুরু করল। তিন টুকরি মাটি পাথর ভর্তি করে তারা বয়ে নিয়ে চলল। পাড়ার এক বিধবা জিং ঘরের জানালা দিয়ে এই দৃশ্য দেখে তার আট বছরের ছেলেকে পাঠালো তাদের দল ভারী করতে। সমুদ্রে মাটি ফেলে পাড়ায় ফিরতে তাদের কয়েক মাস লাগে। পথে নদীর বাঁকে বাস করত এক লোক, সকলে তার বুদ্ধির তারিফ করে 'চালাক' বলে ডাকত। 'চালাক' তাদের লক্ষ্য করে খুব একচোট হেসে নিয়ে বৃদ্ধকে উপদেশ দিল, "তুমি যথার্থই 'বোকা', বয়স হয়েছে, তোমার শরীর দুর্বল, বাকী জীবনে অতি সামান্য মাটিই তুমি এভাবে নিতে পারবে, ঐ দুই বিশাল পাহাড় কেমন করে সরাবে?" বৃদ্ধ তার কথা শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তারপর বলল, "তুমি দেখছি একেবারেই গবেট। আমার প্রতিবেশীর ঐ আট বছরের ছেলেটিও তোমার চেয়ে চৌকশ। ওহে, আমি মরে যেতে পারি, কিন্তু তারপরে আমার ছেলে থাকবে, তারপর নাতী, এক পুরুষের পর আর এক পুরুষ আসবে, তারা কাজটা করতেই থাকবে। পাহাড় তো আর দিনে দিনে বড় হবে না, তাহলে কাজটা একদিন শেষ হবে না কেন? 'চালাক' আর উত্তর খুঁজে পেল না। (শেষ)